JUN 23 2002

দৈনিক ইনকিলাব

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে ঘোষিত নয়া সময়সূচী সর্বমহলে গৃহীত

রকীবুল হক রকীব ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মানোন্নয়ন, সৃষ্ট সেশনজট নিরসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্লাস ও অফিসের সময়সূচী পরিবর্তন করা হয়েছে। ভিসি প্রফেসর ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল শিক্ষকদের নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে নতুন সময়সূচী ঘোষণা করেন। যা আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। পরিবর্তিত সময়সূচী অনুযায়ী প্রতি শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবার বেলা ১টা থেকে ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত জোহরের নামাজ ও দুপুরের খাবারের বিরতি থাকবে। এছাড়া প্রতিটি ক্লাসের মেয়াদকাল ৪০ মিনিটের পরিবর্তে ১ ঘন্টা হবে, যার মধ্যে ১০ মিনিট বিরতি থাকবে। ভিসি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত সময়সূচী পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলেন, 'প্রচলিত স্বল্প সময়ের মধ্যে ক্যাম্পাসে গবেষণা কার্যক্রম ও একাডেমিক মনোন্নয়ন সম্ভব নয়। আমার দৃষ্টিতে এটি একটি কোচিং সেন্টার ও কর্মসংস্থানের কেন্দ্রের ন্যায় চালু রয়েছে। আমি এটাকে একটি উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে চাই।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ বছরের প্রচলিত সময়সূচী পরিবর্তনকল্পে নতুন সময়সূচী ঘোষণার সিদ্ধান্তকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য ও অভিভাবক মহল কিভাবে নিচ্ছেন এ ব্যাপারে মতামত নেয়া হলে প্রায় সকলে ভিসির এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সাথে সাথে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবী জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের আহবায়ক প্রফেসর এম আলাউদ্দিন বলেন, বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে ভিসির এ সিদ্ধান্তকে একটি ভাল উদ্যোগই বলব, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত ও খাবার সমস্যাসহ যে সকল সমস্যা রয়েছে সেগুলোর সমাধান না করলে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব নয়। ফলিত রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আব্দুস সাত্তার নতুন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমরা এরকম একটি নিয়ম অনেক আগে থেকেই প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু না চেয়েই প্রত্যাশা পূরণ হয়ে যাওয়ায় আমরা খুবই খুশী। শিক্ষক সমিতি ও জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদের সেক্রেটারী একেএম মতিনুর রহমান বলেন, বর্তমান সময়সূচীতে শিক্ষকগণ পার্টটাইমের মত কাজ করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন মিটিং ও অফিসিয়াল কাজের ফলে ঠিকমত ক্লাস নিতে পারেন না। নতুন এ সিদ্ধান্ত চালু হলে সাময়িক সমস্যা হলেও ক্যাম্পাস প্রাণবন্ত হবে এবং পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেবে। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডীন ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী বলেন, নতুন সময়সূচী সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারলে সেশনজট অনেকখানি মুক্ত হবে এবং ছাত্ররা লাইব্রেরী ওয়ার্ক করতে পারবে এবং শিক্ষকদের সাহচর্য পাবে। তবে এ সময়সূচী সফলের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন উন্নতমানের ক্যান্টিন, ক্যাফেটেরিয়া প্রতিষ্ঠা করা এবং শিক্ষকদের জন্য টিচার্স লাউঞ্জ সম্প্রসারণ। ক্লাবের উন্নতকরণ এবং আবাসনের ব্যবস্থাসহ সকল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের নেতৃবৃন্দ ভিসির নতুন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও তারা এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পূর্বে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত ও খাবারের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রীর সাথে কথা বললে তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির জন্য নতুন সময়সূচীকে স্বাগত জানানোর সাথে সাথে ক্যাম্পাসে দুপুরে খাবারের উন্নত পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সকল সমস্যার সমাধানের দাবী জানায়। সর্বোপরি অভিভাবক মহলসহ সকলের একই অভিমত- ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন যে সময়সূচী ঘোষণা করেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তবে এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে।